সংবাদ

তারিখ ... 09-MAY 2005
পৃষ্ঠা -১৬- কলাম -৪-

# জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বই সঙ্কট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বইয়ের সঙ্কটে শিক্ষানুরাগী ছাত্রছাত্রীরা চরম সঙ্কটে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি সূত্রে জানা গেছে, ২ বছর ধরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটে লাইব্রেরির জন্য কোন বরাদ্দ ছিল না। এছাড়া কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে ১৯৯৪ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরির বাইরে বই নিতে দেয়া হয়নি। এখানে কার্ড কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে বই দেয়ার কোন পরিকল্পনা নেই।

লাইব্রেরি সূত্র আরও জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র ২৩ হাজার ৭৯৭টি বই রয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি ডিপার্টমেন্ট থাকলেও কোন ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনীয় বই নেই। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে মাত্র ৬৫টি কাঠের আলমারি এবং ১৩০ বুকশেলফ রয়েছে। দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ছাত্রছাত্রীদের বসার আসন সংখ্যা খুবই সীমিত। এখানে মাত্র ৬৪ জনের বসার আসন রয়েছে, যা ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় খুবই নগণ্য।

জানা গেছে, বইয়ের সঙ্কট এবং বই বিতরণে কর্মচারীর অভাবে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে ছাত্রছাত্রীদের বই দেয়া হয় না। নবঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় মাত্র ২ লাখ টাকার বই ক্রয় করার কথা রয়েছে। কিন্তু তা কতটা বাস্তবায়ন হবে, এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের সন্দেহ রয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার পরিবেশ নেই। নেই পড়ার জায়গা। শিক্ষকদের জন্য নেই গবেষণা কক্ষ, রিডিং রুম, কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, পর্যাপ্ত বেঞ্চ, আলমারি, কর্মচারীসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির বইগুলো যে কত আগের তা না দেখলে বোঝা যাবে না। কারণ তার মলাটসহ অনেক পাতা নেই। এখানে কোন নতুন বই তথা সিলেবাস আঙ্গিকের বইয়ের সামঞ্জস্য দেখা যায় না।



জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি —সংবাদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ ইতিহাস, পদার্থ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যানের ৩য় বর্ষের ছাত্র মনির, শাহাবুদ্দিন, শফি, রফিক, বলিলসহ অনেকে জানান, ৩ বছর ধরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন করা অবস্থায় কোনদিন লাইব্রেরিতে আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বই পাইনি এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বসার তেমন ব্যবস্থা নেই।

লাইব্রেরি থেকে কখনও ছাত্রছাত্রীদের পড়ার জন্য ইস্যু করে বাসায় বই দেয়া হয় না। তারা আরও জানান, লাইব্রেরি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সেমিনার থেকে বই দেয়া হয় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইসলামের ইতিহাসের ২য় বর্ষের এক ছাত্র অভিযোগ করে বলেন, ভর্তি হওয়ার সময় সেমিনার ফি ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা বই দেয়ার কথা বলে নেয়া হয়; কিন্তু ২ বছরে কোন ছাত্রছাত্রীকে সেমিনার থেকে বই দেয়নি এবং সেমিনারেও প্রয়োজনীয় বই নেই। তাছাড়া সেমিনারে বই পড়ার সুযোগ নেই। [illegible] জায়গা রয়েছে [illegible] নেতৃবৃন্দ সবসময় [illegible] থাকেন।

জানা গেছে, ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, [illegible] দর্শন, সাধারণ ইতিহাসসহ অনেক বিভাগের সেমিনারে পড়ার পরিবেশ নেই এবং পড়ার মতো সিলেবাস অনুযায়ী বই নেই। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভর্তি হওয়ার সময় ওই বিভাগসহ অনেক বিভাগেই সেমিনার ফি ৩০০ টাকা নেয়া হয়; কিন্তু বই কেনার নামে শিক্ষকরা নিজেদের গুটিয়ে রাখেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩য় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২০টি বই রয়েছে সেমিনারে। যেখানে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন এবং এখানে সেমিনার কার্ডের মাধ্যমে বই দেয়ার কথা থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের বই দেয়া হয় না। কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নিম্ন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।

তাদের জন্য প্রতিটি বিভাগের এবং প্রতিটি বর্ষের প্রয়োজনীয় বই ক্রয় করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দাবি, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিসহ ২১টি ডিপার্টমেন্টের সেমিনারে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সেমিনার অথবা লাইব্রেরি কার্ডের মাধ্যমে বই দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হোক। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে (দিবা) আনোয়ারা বেগমের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বিকাশ, মেধা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে লাইব্রেরির ভূমিকা অতুলনীয়। লাইব্রেরি তথা সেমিনারে পর্যাপ্ত বই না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আগামী দিনে সেমিনার বা লাইব্রেরি থেকে কার্ডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বই দেয়ার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বই ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব সম্পর্কে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দা হাসিনা খাতুনের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, আমি যতদূর জানি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে ছাত্রছাত্রীদের বই দেয়া হয়। তিনি বলেন, বইয়ের কিছু সঙ্কট থাকলেও অচিরেই বই বাড়ানোর পরিকল্পনা করছি।